Released 2-11-1956

প্রভাত প্রডাক্‌সন্সের

প্রভা

প্রভাত প্রডাক্‌সন্সের

মা

প্রযোজনা : **রমেশ প্যাটেল**

চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : **প্রভাত মুখোপাধ্যায়**

চিত্রগ্রহণ : জি, কে, মেহতা
শব্দ গ্রহণ : ... মনি বসু
সম্পাদনা : হরিদাস মহলানবীশ
শিল্প নির্দেশনা : .... সুনীতি মিত্র
রূপসজ্জা : .... মদন পাঠক
ব্যবস্থাপনা : .... পঙ্কজ ঘোষ
যুগ্ম পরিচালক : প্রভাত মিত্র

সঙ্গীত : নির্মল ভট্টাচার্য্য ; ভি, বাল্‌সারা
.... ও ন্যাশন্যাল অর্কেষ্ট্রা
অকৃত্রিম সহায়তা : অসিত সেন
ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনা : কেষ্ট হালদার
স্থির চিত্র : ষ্টুডিও সাঙ্‌-রী-লা
কাহিনী (বিদেশী ছায়া অবলম্বনে) :
অলকা মুখোপাধ্যায়

প্রচার পরিচালনা : শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

★ কণ্ঠ সঙ্গীতে ★

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুপ্রভা সরকার, উৎপলা সেন ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

★ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ★

ত্রিভুবন প্যাটেল, ষ্টুডিও এভারেষ্ট, কে ভোজরাজ
ইণ্ডিয়ান কোল্যাপসিবেল গেট ও হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌ট লিঃ

★ চরিত্র চিত্রণে ★

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী দেবী, অসিতবরণ, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
বিনতা রায়, শিশির বটব্যাল, আশা, রেবা, খগেশ, ঋষি, ভানু,
ললিতা ও পার্থ

★ সহযোগিবৃন্দ ★

পরিচালনায় : বিকাশ ভৌমিক, রামনারায়ণ ভদ্র, প্রফুল্ল ব্যানার্জি
চিত্রগ্রহণে : সর্ব্বেশ্বর শেঠ, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার শী ও মণি মণ্ডল
শব্দগ্রহণে : সুজিৎ সরকার ও বীরেন ● সম্পাদনায় : তরুণ দত্ত
শিল্প নির্দেশে : হেমেন ভৌমিক, কবি দাশগুপ্ত, ললিত দে ● রূপসজ্জায় :
গোপাল হালদার, কার্ত্তিক দাস ● ব্যবস্থাপনায় : আবদুল্লা শকুর, জুগা
পরিস্ফুটনে : কৃষ্ণকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় ● ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনায় : বিজন, মঙ্গল সিং
কিষ্টু, রমজান, কালীচরণ, পীতবাস, মহম্মদ, মণি

আর, বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত
আর, সি. এ শব্দযন্ত্রে নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক : শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স প্রাইভেট লিঃ

মা

(গল্পাংশ)

রবিবারের সকাল।—পূর্ব-রাত্রের প্রবল ঝড়-বাদলের পর পৃথিবী শান্ত। কিন্তু অশোক রায়ের বাড়ীতে সবাই অশান্ত। 'ব্রেক ফাষ্ট' টেব্‌লে ব'সে আছে অশোক, অশোকের সুন্দরী শালী অমিতা এবং অমিতার বাবা। কোথায় যেন প্রচণ্ড গণ্ডগোল! আবহাওয়ায় অজ্ঞাত বিপদের নীরব পদধ্বনি!..... .....অল্প কথা, অবান্তর প্রশ্ন, এলোমেলো উত্তর।

অশোকের স্ত্রী কণিকা অসুস্থ। অন্যান্য দিনের মত আজও নার্স নিবেদিতা কণার জন্য চা-খাবার নিয়ে গেল। টেব্‌লে উপস্থিত তিনজনেই চেয়ে দেখ্‌লো।

আবার চুপ্‌চাপ্‌।—কথা সবাই হারিয়েছে।—

বিরাট নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ হয়ে গেল নিবেদিতার ভয়ার্ত চীৎকারে: মা!!

পুজোর ঘরে মা চম্‌কে উঠ্‌লেন।

নিবেদিতা নীচে এসে বল্‌লে: কণাদি.....কণাদি নেই!!

অমিতা কেঁদে উঠ্‌লো।—অশোকের মুখ থেকে এক অব্যক্ত চীৎকার ধ্বনি বেরিয়ে এলো। মা নিঃশব্দে এসে দরজার পাশে দাঁড়ালেন: অচল, অটল, পাষাণ প্রতিমা!....

ডাক্তারকে খবর দিতে ব'লে মা উঠে গেলেন ওপরে—কণার ঘরে। সৌম্য শান্ত মৃতদেহ! ব'সে পড়লেন পুত্রবধূ কণার মৃত দেহের পাশে: চোখে তার দু' ফোঁটা জল।.... অতীত রূপ পেলো, মন তার ছুটে চল্‌লো ফেলে-আসা দিনগুলোর পেছনে পেছনে।

সরমা ছিলেন মার প্রবাসের বন্ধু: আপনের চেয়ে আপন। সেই সরমা যখন মারা গেল, শান্ত, অসহায় মেয়ে কণার ভার নিলেন মা। কণার বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর।

তারপর—

কণা এলো বাড়ীর বৌ হয়ে। মা তখন বিধবা হয়েছেন।

তিনজনের ছোট্ট সংসার।—মা, ছেলে আর বউ। সুখ যেন সংসারে ছল্‌ছল্ করছে: পরম শান্তি, পরিপূর্ণ তৃপ্তি।— এমন পরিপূর্ণতা সহজে মেলে না, এমন শান্তি সংসারে বিরল।—

অশোক-কণিকার তৃতীয় বিবাহ-বার্ষিকী।—

ওদের জীবনজুড়ে আসছে ছোট্ট শিশু!

প্রতি বছরের মত এবারও সন্ধ্যার সময় দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যাবে দু'জনে। ঠিক্ যাবার বেলায় কণার মনের মধ্যে অশুভ চিন্তা বিদ্যুতের মত খেলে গেল। ওদের বিয়ের ছবিটা ভাঙ্‌লো; ত্রাহস্পর্শ তার অশুভ ইঙ্গিত দিয়ে গেল। কণা যেতে চাইলো না—বেঁকে দাঁড়ালো। কিন্তু তবুও তাকে যেতে হোল।

এবং যখন ফির্‌লো, তখন ও পঙ্গু। মোটর দুর্ঘটনায় ওকে পা দু'টি খোয়াতে হ'য়েছে। আর খোয়াতে হ'য়েছে চিরজীবনের মত মা হওয়ার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা।

দিন যায়।— কণার প্রতি অশোকের কর্ত্তব্যের কোথাও কোনও খুঁত থাকে না। তবুও মনটাই মানুষের সব নয়, তার আরও ধর্ম আছে!

একাকীত্বের বোঝা চারিদিকে ছড়াতে থাকে। অশোক পুরুষ, জীবনের ওপর তার অনেক দাবী; পঙ্গু স্ত্রী তাকে কতটুকু দিতে পারে?

দু'জনের কেউ জান্‌লো না, কিন্তু মনে-প্রাণে দু'জনেই উপলব্ধি কর্‌লো ওদের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক ছিল তার কোনখানে যেন ফাটল ধ'রেছে। সে ব্যবধান বেড়ে উঠ্‌লো যখন কণিকার ছোট বোন অমিতা এলো ক'ল্‌কাতায় থেকে বি.এ প'ড়্‌তে। যৌবনের প্রবল উত্তাপে অশোকের একাকী মন খানিকটা প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো।

পঙ্গু কণা মনে মনে বুঝ্‌তে পার্‌লো সে সংসারের বোঝা। অনুভূতি দিয়ে বুঝ্‌লো: এমন একদিন আস্‌বে যে-দিন ও সকলেরই বোঝা হবে—স্বামীরও।

কণার শূণ্য জীবনে স্বামীর ভালোবাসাই একমাত্র অবলম্বন। অমিতার আগমনে এবার বুঝি তাও হারালো।.... মা কিছু বলেন না, তিনি শুধু দেখে যান। নার্স নিবেদিতাও সব লক্ষ্য করে,—কিছু বলে না।

ক্রমে ভাঙণ স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো। কণা বলে: আমার সংসার নেই, সন্তান নেই, স্বামীর ভালবাসা তাও যদি হারাই, তা হ'লে বাঁচ্‌বো কি নিয়ে? বাঙালী মেয়ে যা' চায়, তার কিছুই যদি না পাই, তা হ'লে বাঁচ্‌বো কেন? সকলের বোঝা হ'য়ে বেঁচে থেকে আমার লাভ কি?

নিবেদিতা অশোককে বোঝাবার চেষ্টা করে: কণাদি যে ক'দিন বাঁচেন, না হয় কর্ত্তব্যের খাতিরেই তাকে ভালবাস্‌লেন!

কণা বুঝ্‌লো এবার জীবনের শেষ সম্বলও হয়তো হারাতে হবে। আজ যেটুকু পাচ্ছে, কাল তাও পাবে না,—পাবে শুধু দয়া, কৃপা, অনুকম্পা....।

বাবা নিয়ে যেতে চাইলেন, ও গেল না।

বাবা স্পষ্টই বলেন: তুই মর্‌লে আমি খুসী হতাম।

অমিতা ব'লে: কী দরকার ওর এমনি ভাবে সকলের বোঝা হ'য়ে বেঁচে থাকার!

অশোকও বলে: আমারও তাই মনে হয়।

শুনে নার্স নিবেদিতা বলে: বার্‌বার্ মনে হ'য়েছে, আপনার নিষ্ঠুর অবহেলার হাত থেকে ওনাকে রেহাই 'দি।

মা সকলের কথা শুনে শিউরে ওঠেন। কণাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

মার কোলে মুখ লুকিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কণা বলে: তোমার কোলে কত যে শান্তি মা, কত যে শান্তি!.....

আকাশে ঝড় ওঠে!!

পরদিন সকালে দেখা গেল কণা মারা গেছে।—

সে কী আত্মহত্যা কর্‌লো?

বাবা বিষ দিল?

নিবেদিতা বিষ দিল?

অমিতা দিল কি?

না শেষ পর্য্যন্ত অশোক.....?

সঙ্গীত

(১)

আকাশে উঠেছে পুর্ণিমা চাঁদ
বনে বনে দখিন হাওয়া
আজ রাতে কোন কথা নয়
আজ শুধু চোখে চোখে চাওয়া ॥

এই যে মধুর পরম লগন
মোর জীবনের পরম স্মরণ
অন্তর বীণায় মৌন যে সুর
সেই সুরে হবে গান গাওয়া ॥

প্রিয় হে এস মোর
না-বলা-বাণীর উৎসবে
মনের মুখর পাখী মৌন রবে—
এস মধুরাতে প্রেম ঝুলনায়
তুমি আর আমি দুলি দুজনায়
মধু মিলনের মধুর বাণী
নীরবে হবে চাওয়া পাওয়া ॥

কথা : অনিল ভট্টাচার্য্য
সুর : নির্মল ভট্টাচার্য্য

(২)

ঝরিছে বাদল অঝোর ধারে
গভীর রাতি।
নিদ্রাবিহীন দুটি আঁখিতারা
খুঁজিছে সাথী ॥
আজি এ সিক্ত উতলা বাতাসে
অজানা কি এক বেদনা যে ভাসে
বাহিরে আঁধার! ঘরেও আমার
নিবেছে বাতি ॥
নিবিড় গগনে গুরু গরজনে
কাঁদিছে দেয়া
আজি এ নিশীথে হ'ল না যে মন
'দেয়া ও নেয়া—
অন্তর খোঁজে অন্তরতম
শূণ্য শয়নে প্রিয় সাথী সম
বাহির ভুবনে মুখর বাদল
উঠেছে মাতি ॥

কথা : অনিল ভট্টাচার্য্য
সুর : নির্মল ভট্টাচার্য্য

(৩)

চাঁদ ছিল আকাশ পারে
ফুলবন দেখেছে তারে
শুধু ভালবেসেছে রাতের কমল
প্রিয় কেন যে এমন হয় বল ?

শাঙন গগন ভরি
বাদল পড়েছে ঝরি
বনের ময়ূরী শুধু হয়েছে উতল
প্রিয় কেন যে এমন হয় বল ?

যখন ফাগুন আসে
অনুরাগ ফুলবাসে
কোকিলার কুহুতে শুধু ভরে
বনতল
প্রিয় কেন যে এমন হয় বল ?

তোমার বাঁশরী রবে
ডাক দিয়েছিল সবে
আমার পরাণ শুধু হ'য়েছে চঞ্চল
প্রিয় কেন যে এমন হয় বল ?

কথা : অনিল ভট্টাচার্য্য
সুর : নির্মল ভট্টাচার্য্য

(৪)

হে বিজয়ী। এবার তোমার
হলো যাবার পালা
বিদায় বাঁশীর সুর উঠেছে
শূণ্য গানের ডালা ॥

অস্তাচলের তীরের তলে
অরুণ সোনার কিরণ-ঝলে
শেষ পুরবার করুণ কাঁদন
আকাশ বাতাস ঢালা ॥

সকল খেলা ফুরিয়ে গেল
শেষ হোল সব চাওয়া
উৎসব দীপ নিভিয়ে দিল
চৈত্র শেষের হাওয়া—
যাত্রার পথ আজ অশ্রু পিছল
আনন্দময় দুঃখেরি ছল
কণ্ঠে তোমার দুলিয়ে দেবো
শেষ ফাগুনের মালা ॥

কথা : অনিল ভট্টাচার্য্য
সুর : নির্মল ভট্টাচার্য্য

দর্শকদের খুসী করতে আস্‌ছে

প্রভাত প্রডাকৃসন্সের
মমতা
পরিচালনা : প্রভাত মুখার্জি
* রূপায়ণে : *
অরুন্ধতী, বলরাজ সাহানী
মঞ্জু দে, দীপক মুখার্জি
ও বেবী রাধা

রমা চিত্রম-এর
সিঁথির সিঁদুর
পরিচালনা : অর্দ্ধেন্দু সেন
* রূপায়ণে *
সন্ধ্যারাণী, দীপ্তি রায়, সাবিত্রী,
তপতী, অসিতবরণ, ছবি,
কমল, পাহাড়ী, অপর্ণা,
পদ্মা, জহর, অনুপ।

এস. বি. প্রডাকৃসন্সের
উল্কা
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
নরেশ মিত্র
কাহিনী :
নীহার রঞ্জন গুপ্ত
সুর :
সুধীন দাশগুপ্ত
* রূপায়ণে *
সুনন্দা, সবিতা,
যমুনা সিংহ, জয়শ্রী সেন.
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়,
কমল মিত্র, জীবেন বসু,
জহর রায়, বীরেশ্বর সেন,
অনিল চ্যাটার্জী ও
নৃত্যে মিশরীয় নর্ত্তকী
লীন্‌ ও লীস্‌
● সেতার ঝঙ্কার ●
ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন

মেট্রোপলিটান পিকৃচার্সে'র
মানময়ী গার্লস স্কুল
রচনা : ৺রবীন মৈত্র
রূপায়ণে : বাংলার সর্বাধিক জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ

পরিবেশক : শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিঃ

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রাঙ্কণে : জুবিলী প্রেস, কলিকাতা—১৩